

ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝাট

নাসরীন সুলতানা মিতু





তপু, দয়া করে তোমার গালগপ্পো বন্ধ কর!

অ্যাঁই রিফ্লি!
গালগপ্পো জানে?
বানিয়ে বলছি আমি?



বাজ পড়ে ওর হাত
পুড়ে গেছে আর তুমি
বলছ গপ্পো?

হঁ বলছি।



কী বলছিলেন তুমি? বাজ পড়ার
শব্দ শুনে আকাশে তাকিয়ে
দেখলে বিজলির আলো?

হঁয়ে... হ্যাঁ...
কেন?



হাহ! বাজ পড়ার
সময় কী ঘটে মেটা
আগে ভাবো তো!



মেঘের মধ্যে যে
ছোট পানির কণারা
থাকে, তাদের মধ্যে
ঘর্ষনের ফলে
বৈদ্যুতিক চার্জের
সৃষ্টি হয়।

ক্ক ক ড্-ড্-ড্-ড্-ড্!

মেই চার্জ তখন কাছাকাছি কোন
একটা আশ্রয় খুঁজে নেমে আসতে চায়;
কোন উঁচু টাওয়ার, উঁচু গাছ-না পেলে
নিদেনপক্ষে ফাঁকা মাঠ!

এই নেমে আসার সময়
একই সাথে তীব্র আলো
আর শব্দের সৃষ্টি হয়।
বজ্রপাতের সময় আমরা মেই
আলো ও শব্দই দেখতে পারি।

বুঝলাম... তো?
আমি ভুল কী
বললাম?...

AM ২

শব্দনো বাতাসে প্রতি সেকেন্ডে শব্দ এগুতে পারে এক কিলোমিটারের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ।

আর আলোর গতি কত জানো তো? সেকেন্ডে আলোর গতি প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার! মানে বজ্রপাত ঘটার প্রায় সাথে সাথেই সেই আলো তুমি দেখতে পাবে।

অন্যদিকে বজ্রপাতের শব্দ তোমার কাছে পৌঁছুতে কিছুটা সময় তো লেগেই যায়।

মানে, এক কিলোমিটার দূরে বজ্রপাত হলে তার শব্দ তুমি শুনতে পাবে প্রায় তিন সেকেন্ড পরে।

তাহলে তুমি বিজলির চমক দেখার আগেই বাজ পড়ার শব্দ শুনলে কী করে?

ইয়ে... মানে...

0.৩৪ কিলোমিটার/সেকেন্ড

3×10^8 কিলোমিটার/সেকেন্ড

ও মিথ্যে বললে, ওর হাত পুড়ল কী করে বিক্ষি?

হাহ! বাজ পড়ার সময় যেই পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হয় তার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, বাকিটা হয় শব্দ আর আলোক শক্তিতে, যা আমরা শনি ও দেখি।

যেই ভয়ানক বাজ পড়ার বর্ণনা ও দিল, তাতে ওর পুড়ে কাবাব হয়ে যাবার কথা। আর ও দেখাচ্ছে এটুকু ফোসকা!!

এবার সত্যি করে বল তো তপু, হাত পুড়ল কী করে তোমার?

ইয়ে মানে, চা বানাতে গিয়ে... পাতিলের আঁচ লেগে... ওই আর কী...

হো হো হো... হা হা হা হা!!!